দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৫।৫।৮৩ ...
পৃষ্ঠা... ১ কলাম... ১ ...

024

# প্রাইমারী স্কুলের শতকরা ২৬ জন ছাত্র কম-বেশী বধিরতায় ভোগে

(স্টাফ রিপোর্টার)

এদেশে পাঁচ থেকে বারো বছর বয়সী প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ২৬ জন কানে শোনার গোলমালে ভোগে। এদের অধিকাংশের শ্রবণ শক্তির উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু শতকরা ২ জনের শ্রবণশক্তি চিরতরে নষ্ট অর্থাৎ তারা বধির হয়ে গেছে।

গতকাল বাংলাদেশ অটোরাইনোল্যারিংগোলজিক্যাল সোসাইটির দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের নাক-কান গলা বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর শেখ কামালউদ্দিন আহমদ এ তথ্য প্রকাশ করেন।

প্রফেসর আহমদ ৭৭ সালের জুলাই মাস থেকে ৭৮ সালের

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

## প্রাইমারী স্কুল

(১ম পৃঃ পর)

নবেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে বরিশাল জেলায় ২৬টি প্রাইমারী স্কুলের ৫ হাজার ৫১১ জন ছাত্রছাত্রীর শ্রবণশক্তির ওপর একটি জরীপ চালান। বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের সাহায্যে এ জরীপ পরিচালিত হয়। এ ধরনের জরীপ বাংলাদেশে এই প্রথম।

শিশুদের ক্ষেত্রে বধিরতার ব্যাপারে শুধু পিতা-মাতা বা শিক্ষক নয় চিকিৎসকদেরও অজ্ঞতা বিদ্যমান। কারণ, জরীপের আগে কেউ জানতো না যে এ শিশুদের অধ্যয়ন ও ব্যক্তিত্বের সমস্যা শ্রবণশক্তির দুর্বলতার জন্য।

এ প্রসঙ্গে ডাঃ আহমদ বলেন, তিন-চার বছর বয়স থেকে যে শিশুটি শ্রবণশক্তি হারাতে থাকে তার সমস্যা কেউ বোঝে না। শিশুটিও কাউকে বোঝাতে পারে না। শিশুটিকেও অভিভাবক ও শিক্ষকরা ভুল বোঝেন। ফলে পড়ালেখায় পিছিয়ে থাকা ছাড়াও শিশুটির মেধা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বধিরতা অন্তরায় সৃষ্টি করে।

প্রফেসর আহমেদ বলেন যে উপরোক্ত শিশুদের মধ্যে চার হাজার ৮৮ জনের শ্রবণ শক্তি স্বাভাবিক (৩০ ডিবি)। বাকীদের মধ্যে ৩০ শতাংশ ব্যবহারিক বধিরতা, ১৭ শতাংশ দৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বধিরতা ও ২৩ শতাংশ উভয় প্রকার বধিরতায় ভুগছে।

বাংলাদেশে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সোয়া কোটি। ডাঃ আহমদ মনে করেন যে দৃষ্টিশক্তি যাচাই করার মত শ্রবণ শক্তিও যাচাই করার ব্যবস্থা করা উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের। সময় থাকতে ব্যবস্থা নিতে পারলে জরীপের শ্রবণ ক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত ৮৭ শতাংশ শিশুর অবস্থার উন্নতি হতে পারে সহজে। ১১ শতাংশের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিলে তাদের চিরতরে বধিরতা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

### মাত্র ৩১ জন বিশেষজ্ঞ

সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর আলী আফজাল খান জানান যে বাংলাদেশে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন রয়েছেন মাত্র ৩১ জন। এদের চিকিৎসা গ্রামের মানুষ দূরের কথা শহরের রোগীরাও পান না। জরুরী ভিত্তিতে এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

### নির্বাচন

গতকাল সোসাইটির নির্বাচনে প্রফেসর আলী আফজাল খান পুনরায় সভাপতি পদে এবং কোষাধ্যক্ষ ডাঃ আবদুল্লাহ এ হারুন সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।